



2182 - বনোমায়ীর বধি-বধান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সহিহ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, নামায় ত্যাগকারী কাফরে। আমরা যদি হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করি তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায় ত্যাগকারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তাদের জন্য বশিষে গোরস্তান নির্ধারণ করা, তাদের জানায়ার নামায় না-পড়া ও সালাম না-দেওয়া ওয়াজবি। যহেতে কাফরেরে নরিপত্তা ও সালাম পাওয়ার অধিকার নহে। আমরা জানি যে, আমরা যদি নামায়ীদের একটা পরিসংখ্যান প্রস্তুত করি তাহলে দেখা যাবে মুসলিম ও অমুসলিম পুরুষদের মধ্যে নামায়ীর সংখ্যা ৬% এর বেশি হবে না। নারীদের মধ্যে এ সংখ্যা আরও কম হবে। এক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম কি? নামায় ত্যাগকারীকে সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়ার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামায় ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নামায় ত্যাগ করে তার হুকুমের ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। কারো কারো মতে, এমন ব্যক্তি কাফরে; তাকে মুসলিম মল্লিাত ত্যাগকারী ‘মুরতাদ’ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তিনিদনিরে মধ্যে তওবা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে। তিনিদনিরে মধ্যে তওবা না করলে তাকে ‘মুরতাদ’ হওয়ার অপরাধে হত্যা করা হবে। তার জানায়া নামায় পড়া হবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। জীবিত বা মৃত কোন অবস্থায় তাকে সালাম দেওয়া হবে না এবং তার সালামের জবাব দেওয়া হবে না। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে না, আল্লাহর রহমত কামনা করা হবে না। সে কারো থেকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে না এবং তার থেকেও কটে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে না। বরং তার সম্পত্তি বায়তুল মালরে ফান্ডে বাজয়োপ্ত করা হবে। নামায় ত্যাগকারীদের সংখ্যা বেশি হোক কিংবা কম হোক; সংখ্যার কম-বেশি হওয়ার কারণে হুকুমের কোন তারতম্য হবে না।

এ অভিমতটি অধিক শুদ্ধ ও দলিলের দিক থেকে অধিক অগ্রগণ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছে-
“আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামায়েরে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায় ত্যাগ করল, সে কুফর করল।”[মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে সহিহ সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে]

হাদিসে আরও এসেছে- “কোন ব্যক্তির মাঝে এবং শরিক ও কুফরের মাঝে সংযোগ হচ্ছে সালাত বরজন।”[সহিহ মুসলিম]

জমহুর আলমে (অধিকাংশ মাযহাবের আলমেগণ) বলেন: যদি কটে নামায় ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে সে ব্যক্তি



কাফরে ও ইসলাম ত্যাগকারী মুর্তাদ। ইতপূর্বে প্রথম অভিমতে বসিতারতিভাবে যসেব হুকুম-আহকাম উল্লেখ করা হয়েছে সসেব হুকুম এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য। আর যদি সবে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে, কিন্তু অলসতাবশতঃ নামায ত্যাগ করে তাহলে সবে ব্যক্তি কবরী গুনাহগার। তবে সবে মুসলিম মল্লিলাত থেকে খারজি হয়ে যাবে না। তাকে তিনদিনের মধ্যে তওবা করার আহ্বান জানানো ফরয হবে। সবে এ আহ্বানে সাড়া দিলে, আলহামদুলিল্লাহ। আর সাড়া না দিলে তাকে নামায বর্জনরে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে; কাফরে হিসেবে নয়। হত্যার পর এ ব্যক্তিকে গোসল দয়ো হবে, কাফন পরানো হবে, তার জানাযা নামায পড়া হবে, তার জন্ম ক্షমা ও রহমত প্রার্থনা করা হবে, মুসলমানদরে কবরস্থানে দাফন করা হবে, সবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে এবং তার থেকেও অন্যরো উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে। সারকথা হলো, জীবতি বা মৃত একজন গুনাহগার মুসলমানরে যাবতীয় বধি-বিধান সবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।